Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 *(Index Copernicus International)*
Volume-X, Issue-III, April 2022, Page No.60-65
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

আধুনিক সমাজে বিশ্ব-শিক্ষাব্যবস্থায় রবীন্দ্র-শিক্ষাচিন্তার প্রাসঙ্গিকতা

ড. প্রদীপ দাস
সহকারী অধ্যাপক, বিভাগীয় প্রধান, শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, হীরালাল মজুমদার মেমোরিয়াল কলেজ ফর উইমেন দক্ষিণেশ্বর, কলকাতা

Abstract:

Rabindranath Tagore, a famous intellectual theorist and educator of the nineteenth century, has expressed his views on education in various fields like literature, music, drama, film, art etc. He wanted to spread this teaching thought and teaching method in the society by establishing Visva-Bharati University in Santiniketan. On the other hand, modern society is globalized and technology based. In this globalized and technological society, emphasis is being placed on "world education" in the field of education. "World-education" is in fact an active teaching method, which is based on the values of universal cooperation, tolerance, unity, equality, non-violence, justice, etc. It also activates people's attitude and sense of responsibility towards various social issues such as poverty, social inequality, environmental awareness etc. Thus, through this discussion on "The Relevance of Rabindra-Shikshachinta in World-Education in Modern Society", I have tried to highlight two main issues: firstly, how relevant Rabindra Shiksha philosophy is in contemporary world-education and secondly, how important Rabindra Shiksha thought is in various existing international education plans. The concept of education, Rabindranath Tagore's ideology in the field of education, the relevance of Rabindranath Tagore in the field of world education and the importance of Rabindranath in various international educational plans - I have limited my discussion to these four sections. Through this discussion, I have tried to unveil a special aspect of Rabindrashikshadarshan.

Keywords: Rabindra Shikshachinta, World Education, Globalization, Relevance.

ভূমিকা: শিল্পের প্রায় সমস্ত শাখায় এবং কর্মজীবনের বিচিত্র ক্ষেত্রে স্বচ্ছন্দে ও স্বমহিমায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবাধ বিচরণ। কবিতা, গল্প, নাটক, উপন্যাস, গান, সংগীত, নৃত্য, চিত্রকলা, শিক্ষা, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমবায়, কৃষি, কুটিরশিল্প সর্বক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা ও প্রচেষ্টা অনায়াসে আন্তরিক। তাঁর সাহিত্য পড়েই আমরা বড় হয়েছি। তিনি আজও আমাদের হৃদয়ের মধ্যে সশ্রদ্ধ সম্মানে অধিষ্ঠিত। শিক্ষা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলতেন "শিক্ষা হল ব্যাক্তিজীবনের পরিপূর্ণ বিকাশসাধন, মনুষত্বের বিকাশসাধন"। তাই প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তিনি প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে শিক্ষালাভের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনে 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তিনি ভ্রমণ,প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণ গল্পের ছলে পাঠদান এবং প্রত্যক্ষ কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেয়ার প্রচেষ্টা করেন। এরই পাশাপাশি তিনি

পাঠ্যক্রমের মধ্যে ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্পকলা,সঙ্গীত প্রভৃতিকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।তিনি স্বদেশের ইতিহাস এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষার উপর বিশেষ গুরত্ব দিয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন, একটি আনন্দময় পরিবেশে পারস্পরিক মত বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার কাজ এগিয়ে চলবে। এছাড়া তিনি অর্থ বিকাশের জন্যে কর্মমুখী শিক্ষা, গ্রামোন্নয়ন,অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। কৃষি, পশুপালন, হস্তশিল্প, কুটিরশিল্প বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যসামগ্রীর উটপাদন তার কাছে প্রাধান্য পেয়েছিল।

সুতরাং, একবিংশ শতাব্দিতে রবীন্দ্রশিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই বলতে হবে তিনি প্রতিটি মানুষকে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে আনন্দময় পরিবেশে শিক্ষাদানের কথা বলেছিলেন।এতেই ঘটবে মানুষের ব্যাক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশসাধন। ইট, কাঠ-কংক্রিটের জঙ্গলের আবদ্ধ পরিবেশে মানুষ হয়ে যায় যান্ত্রিক, তাদের মধ্যে ব্যাক্তিস্বাতন্ত্যবোধ লক্ষ্য করা যায়। জীবনের প্রতি মানুষ একঘেয়ে হয়ে পরে। তাই প্রতিটি মানুষের চারিত্রিক বিকাশের জন্যে তিনি প্রকৃতির সঙ্গে মেলবন্ধনের কথা বলেছিলেন। 'রক্তকরবী'নাটক,এছাড়া 'মানুষের ধর্ম', 'শিক্ষার হেরফের', 'তোতাকাহিনী' প্রভৃতি রচনার মধ্যে দিয়ে তিনি এই বার্তাই মানুষের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন।আধুনিক সমাজ হল বিশ্বায়িত। এই বিশ্বায়িত সমাজে মানুষ যদি প্রাত্যহিক জীবনকে বিশ্ব সমাজের সাথে সংযুক্ত করতে না পারে তাহলে তার জীবন অসম্পূর্ণ হয়ে পড়বে। বিশ্ব-শিক্ষা প্রতিটি মানুষকে তার অধিকার ও দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সচেতন করে তোলে।তাই এই আলোচনায় বিশ্ব-শিক্ষার ক্ষেত্রে রবীন্দ্র শিক্ষাচিন্তার প্রাসঙ্গিকতা কতখানি সেই বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন বাস্তবাদী মানুষ।তিনি তার শিক্ষাচিন্তার মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের সাথে পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সমন্বয় করে পরিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন যা আধুনিক সমাজের শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

শিক্ষার ধারনা: রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-"আমাদের জীবনে যা অতিরিক্ত, তারই অন্তহীন দেশে থাকেন প্রেমের দেবতা। তিনি আমাদের চেতনাকে বিচ্ছেদবোধের মায়া থেকে মুক্ত করেন"।এটি হল ভারতীয় দর্শনের মূলকথা এবং রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শের মূল বক্তব্য। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শের প্রধান বক্তব্য হল- বিশ্ববৈচিত্র্যর মাঝে এক শক্তি বিরাজ করছে। বহু বৈচিত্রের মাঝে তার ঐক্য এর যে নিয়ম, সেই নিয়মকে জেনে আনন্দরূপে তাঁকে লাভ করাই হল মানুষের জীবনের লক্ষ্য ও সাধনা। 'মনুষত্ব্য' এর বিকাশকেই রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেছেন- অর্থাৎ ব্যক্তির সামগ্রিক বিকাশ-নিজের দিক থেকে এবং সমাজের দিক থেকে। স্বাদেশিকতা এই শিক্ষার ভিত্তি এবং মাতৃভাষা হল বাহন। রবীন্দ্রনাথ এর শিক্ষাতত্ত্ব এর সর্বত্রে এই নীতির প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। তিনি একদিকে গতানুগতিক শিক্ষন পদ্ধতিকে সমালোচনা করেছেন, অন্যদিকে আধুনিক শিক্ষন পদ্ধতির একটিকেও তিনি গ্রহন করেননি। তিনি শিক্ষন পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রধানত তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। প্রথমতঃশিক্ষায় স্বাধীনতা রবীন্দ্র-শিক্ষাতত্ত্বের একটি প্রধান বিষয়। এই স্বাধীনতার মূল কথা হল আত্মকর্তৃত্ব লাভ করা।সেই মানুষই যথার্থ রাজা যে নিজের রাজ্য নিজে সৃষ্টি করতে পারে। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন একদিকে শিক্ষার্থীরা যেমন বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট নিয়মকানুন মেনে চলবে, অন্যদিকে যথাযথ স্বাধীনতা তারা ভোগ করবে। বন্ধন ও মুক্তি-এই দুয়ের যোগে মানুষের বিকাশ ঘটে থাকে। দ্বিতীয়তঃ সৃষ্টিমূলক কাজের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশের উপর রবীন্দ্রনাথ বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। সৃষ্টির সাহায্যে সৃষ্টিকর্তা নিজের প্রকাশ ঘটায়, নিজের সত্যকে পরিপুর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারে। এক্ষেত্রে সক্রিয়তা হল প্রধান বিষয়। তৃতীয়তঃ প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কস্থাপন অর্থাৎ বিশ্ব প্রকৃতির সাথে মানবসমাজের যোগাযোগ স্থাপন করা রবীন্দ্রনাথ এর শিক্ষণ পদ্ধতির

অন্যতম বৈশিষ্ট্য।শিক্ষার সাহায্যে মানুষ যাতে ব্যক্তিস্বার্থবোধকে পরিবারবোধে, পরিবারবোধকে সমাজবোধে,সমাজবোধকে স্বদেশবোধে এবং স্বদেশবোধকে বিশ্ববোধে উন্নত করতে পারে সেইদিকেই তিনি আলোকপাত করেছিলেন।

"**বিশ্ব-শিক্ষা**" ধারনাটি আন্তজার্তিক শিক্ষার একটি রূপ হিসাবে ব্যবহৃত হয় যার মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত-

- এই ধরনের শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ নিজের জীবনযাত্রার সাথে বিশ্বব্যাপী মানুষের জীবনপ্রনালির মেলবন্ধন ঘটাতে পারে।
- অর্থনৈতিক,সাংস্কৃত্িক,রাজনৈতিক এবং পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে বিশ্ব-শিক্ষা বিশেষ উপযোগী।
- পরিবর্তন এবং নিজের জীবনের প্রতি নিয়ন্ত্রন এনে দলবদ্ধভাবে মানুষকে কাজ করার অনুপ্রেরণা যোগায়।
- ক্ষমতা এবং সামাজিক সম্পদ এর বণ্টন যাতে সমানভাবে হয় সেই বিষয়টির উপর বিশ্ব-শিক্ষা আলোকপাত করে।

তবে, বিশ্ব-শিক্ষার সাথে আন্তজার্তিক শিক্ষার অনেক পার্থক্য আছে।বিশ্ব-শিক্ষার মূল ধারনাই হল আন্তনির্ভরশীলতা, যা বিশ্বব্যাপী মানুষ, স্থান, সমস্যা এবং বিভিন্ন ধরনের ঘটনার উপর আলোকপাত করে।প্রকৃতপক্ষে, আঞ্চলিক এবং বিশ্বজনীন সম্পর্ককে উন্মোচন করাই হল বিশ্ব-শিক্ষার মূল লক্ষ্য। বিশ্ব-শিক্ষার দুটি মূল উদ্দেশ্য আছে-
প্রথমতঃ বিশ্ব-শিক্ষা শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষার উপর জোর দেয়, যা শিক্ষার্থীর বিকাশের ক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগি।দ্বিতীয়তঃ বিশ্ব-শিক্ষা সাম্যতার উপর জোর দেয় যা মানুষের সঙ্গে মানুষের সুস্থ সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করে। সুতরাং একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্ব-শিক্ষা বর্তমান এবং ভবিষ্যত প্রজন্মকে অধিকার এবং দায়িত্ববোধ সম্পর্কে অনেক বেশী সচেতন করে তুলবে এই আশা করা যায়।

শিক্ষাচিন্তার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতাদর্শ: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষা সম্পর্কিত মতাদর্শ ভারতীয় চিন্তা,দর্শন ও সংস্কৃতি প্রভাবিত।তিনি মনে করতেন, এই তিনটি বিষয়কে অগ্রাহ্য করে শিক্ষার ভবিষ্যত নীতি নির্ধারণ করা যায় না। তিনি বলেছেন, "আমাদের দেশের শিক্ষাকে মূল- আশ্রয়স্বরুপ অবলম্বন করে তার উপর অন্য সকল শিক্ষার পত্তন করলে তবেই শিক্ষা সত্য ও সম্পূর্ণ হয়। জ্ঞানের আধারটিকে নিজের করে তার উপকরণ পৃথিবীর সর্বত্র হতে সংগ্রহ ও সঞ্চয় করতে হবে।" তিনি মনে করতেন,আমাদের বর্তমান শিক্ষা যে ব্যর্থ তার প্রধানতম কারণ এই যে তার ভিত্তি ভারতের স্বধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এই ধরনের শিক্ষা জাতীয়তাবোধ দ্বারা পরিপুষ্ট নয়। শিক্ষাব্যবস্থাকে জাতীয়তার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে শিক্ষার্থীর জীবনের পুর্নতা সাধন সম্ভব নয়। তাই দেশের বিদ্যালয়কে সমাজের সর্বাঙ্গীন জীবনযাত্রার সাথে সম্পর্ক রেখে স্থাপন করতে হবে। তাছাড়া জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভারতের আদানপ্রদানের সম্বন্ধ স্থাপন করতে হবে। এর সাথে অর্জিত জ্ঞানকে চর্চার দ্বারা বৃদ্ধির পথে নিয়ে যেতে হবে এবং এই ভাবে নতুন জ্ঞানের সৃষ্টি করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, একজন শিক্ষার্থীর পূর্ণ বিকাশ বলতে সে সংস্কৃতিসম্পন্ন, ধর্মবোধে উদ্দীপ্ত, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন, জীবনের মহৎ লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য দৃঢ় ইচ্ছা সম্পন্ন, অনন্ত আশা ও সাহস নিয়ে সৃষ্টির রহস্য উদঘাটনে উঠসাহী এবং যার কর্ম ও ব্যবহার

সামাজিক মঙ্গলের অনুবর্তী। শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের মনের সমস্ত চেষ্টা হবে শুধুই শিক্ষালাভে,শুধু সত্যের সন্ধানে, শুধু নিজের দুষ্প্রবৃত্তি দমনে, নিজেদের ভাল গুণকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করতে। তাঁর এই শিক্ষাচিন্তাকে তিনি প্রত্যক্ষভাবে প্রয়োগ করার জন্যে ১৯০১ সালে তিনি শান্তিনিকেতনে আশ্রম বিদ্যালয় প্রতিষ্টা করেন। এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি বলেছেন-"আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে,এখানকার এই প্রভাতের আলো, শ্যামল প্রান্তর, গাছপালা যেন শিশুদের চিত্ত স্পর্শ করতে পারে। কারণ, প্রকৃতির সাহচর্যে তরুণ চিত্তে আনন্দসঞ্চাররের দরকার আছে।এই উদ্দেশ্যে আমি আকাশ আলোর অঙ্কশায়ী উদার প্রান্তরে এই শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেছিলুম।" তিনি এখানে ব্রহ্মচর্যের তপস্যার কথা বলেছেন।এর সাথে গুরু-শিষ্যের সম্পর্কের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি মনে করতেন, পারস্পরিক শ্রদ্ধার মধ্যে দিয়েই শিক্ষা যথাযথ রূপে সম্পন্ন হয়। শিক্ষক যেমন শ্রদ্ধার সাথে জ্ঞান বিতরণ করবেন, তেমনি শিক্ষার্থী ও শ্রদ্ধার সাথে গ্রহন করবে। তিনি মনে করতেন বিদ্যালয় স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য শিক্ষার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা। এই পরিবেশের প্রভাবেই ছাত্ররা শিক্ষার জন্যে একটি তাগিদ অনুভব করবে। এই ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের উচিত বিদ্যালয়ে শিক্ষার উপযোগী একটি আবহাওয়া সৃষ্টি কুরা। সেই শিশু ভাগ্যবান যে জীবনের প্রথম থেকেই গৃহে ও বিদ্যালয়ে নিজের বিকাশের অনুকুল আবহাওয়া পায়। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে সহশিক্ষারও ব্যবস্থা করেছিলেন। বিদ্যালাভে স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকারের কথা রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন।শিক্ষার প্রথম অবস্থায় কোনো বিশেষ জীবিকা অনুযায়ী শিক্ষা দেবার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ মত প্রকাশ করেছেন। শিক্ষার এইরূপ কোন 'বিশেষ উদ্দেশ্য'থাকা শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশের অনুকূল নয়।রবীন্দ্রনাথ এর মতে, প্রথম দিকে সাধারণ মনুষ্যত্ব এ পোক্ত করে তবে শিশুকে বিভিন্ন জীবিকার উপযোগী করে প্রস্তত করা যেতে পারে।বিদ্যালয় থাকবে সমাজের কর্মপ্রবাহের কেন্দ্রস্থলে। এখানে শিক্ষার্থীরা যেমন বিভিন্ন জ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হবে, তেমনি দেশের বিভিন্ন প্রকারের জীবনযাত্রার সঙ্গেও নিজেদের পরিচয় স্থাপন করবে।

বিশ্ব-শিক্ষার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাচিন্তার প্রাসঙ্গিকতা: রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে শিক্ষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে যে মৌলিক চিন্তাধারার প্রবর্তন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন তা আধুনিক সমাজের বিশ্ব-শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। মানুষের সর্বাঙ্গীন বিকাশকেই রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে গ্রহন করেছিলেন। তিনি মনে করতেন মানুষের জীবনের সার্বিক বিকাশ সম্ভব প্রধানত দুটি উপায়ে-এক ব্যাক্তিগত পুর্নতা এবং দুই সামাজিক সামঞ্জস্যতা। সুতরাং,সমাজ ছাড়া ব্যাক্তির সর্বাঙ্গিন বিকাশসাধন কোনোভাবেই সম্ভব নয়। তাই, শিক্ষার সঙ্গে সমাজের যোগসূত্র স্থাপন করা একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। আধুনিককালে আমাদের বিদ্যালয়-কলেজে যে ধরনের শিক্ষা প্রদান করা হয় তা আড়ম্বরপূর্ণ ও প্রাণহীন শিক্ষা। এই ধরনের শিক্ষার সঙ্গে শিক্ষার্থীর মনের কোনো যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয় না। তাই তাদের ব্যাক্তিগত পূর্ণতাও যথাযথভাবে বিকশিত হয় না। এর ফলে প্রকৃত মানুষ গঠন কখনই সম্ভবপর হয় না। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ G. Ramchandran রবীন্দ্রনাথ এর শিক্ষাচিন্তার সামগ্রিক মুল্যায়ন প্রসঙ্গে বলেছেন যে, "Tagore wanted the boys and girls to be fearless, free and open minded, self-reliant, full spirit of energy and self criticism, with their roots deep in the soil of India but reaching out to the whole world in understanding, neighborliness, co-operation and material and spiritual progress."

বিশ্ব-শিক্ষাব্যবস্থা মানুষকে বিশ্ব-নাগরিক গড়ে তুলতে সাহায্য করে। সাধারনত চারটি বিভাগে বিশ্ব-শিক্ষা বিভক্ত।এক উন্নয়নমুলক শিক্ষা, দুই পরিবেশ শিক্ষা, তিন মানব অধিকার শিক্ষা এবং চার শান্তি শিক্ষা। এই

সবকটির মধ্যে দিয়েই রবীন্দ্রনাথ এর শিক্ষাচিন্তার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। এই ধরনের শিক্ষার কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল-

- বিশ্ব-শিক্ষা শিক্ষার্থীর চিন্তন ও শিক্ষন প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ করে তোলে,
- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য দেখা গেলেও ঐক্য বিরাজ করে,
- সমগ্র বিশ্ব সম্পর্কে একটি আশাবাদি দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলে,
- সামগ্রিক ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে এটি সকল মানুষের সম সুযোগের উপর আলোকপাত করে।

বিশ্বজনীন প্রেক্ষাপটে বিশ্ব-শিক্ষা শিক্ষার্থীদের মধ্যে অপর সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও নৈতিকতাবোধ জাগ্রত করে।এই ধরনের শিক্ষা প্রত্যেকটি উন্নয়নশীল দেশের সমস্যাগুলিকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করতে শেখায়।তাছাড়া বিভিন্ন দেশে বিশ্ব-শিক্ষার পাঠ্যক্রম মানুষের সামজিক জীবনের সাথে সম্পর্কৃত, যা মানুষকে দলবদ্ধভাবে বাঁচতে শেখায়। এই প্রত্যেকটি বিষয়ই রবীন্দ্র-চিন্তাদর্শনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "Education should not be dragged out of its national element, the life current of the people. Economic life covers the whole width of the fundamental basis of society, because its necessities are the simplest and the most Universal. Educational institutions, in order to obtain their fullness of truth, must have close association with the economic life." সুতরাং, রবীন্দ্র-চিন্তাদর্শনের সাথে বিশ্ব-শিক্ষার মূল বক্তব্যের অনেকখানি সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ মানুষকে যেমন সকল প্রকার সংকীর্ণতা, প্রাচীনতা, মানুষে-মানুষে বিভেদ, অসাম্য,অন্ধধর্মবিশ্বাস প্রভৃতি নেতিবাচক শক্তিগুলি থেকে দূরে থেকে সমানভাবে শিক্ষাগ্রহনের কথা বলেছিলেন তেমনি বর্তমানে বিশ্বায়িত সমাজে বিশ্ব-শিক্ষাব্যবস্থা সেই বিষয়গুলির উপরই আলোকপাত করে।"মনুষ্যত্বের প্রাণময় অখণ্ডতাই মানুষের পরম সত্য" এই চিন্তাধারাই হল রবীন্দ্র শিক্ষা-দর্শনের মূল বক্তব্য।

উপসংহার: শিক্ষা হল মানবকল্যানকামী এবং পরিবর্তনশীল একটি সামাজিক প্রক্রিয়া, যার গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষার লক্ষ্য হল সংগতিবিধান করা অর্থাৎ পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে সার্থকভাবে মানিয়ে নেওয়া। এই বিষয়টির উপরই বিশ্ব-শিক্ষা ব্যবস্থা বিশেষভাবে আলোকপাত করে। আমাদের দেশের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা তত্ত্বগতভাবে রবীন্দ্র শিক্ষা-দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হলেও ব্যবহারিক দিক থেকে অনেক পিছিয়ে। প্রকৃতপক্ষে, বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে কোনো যোগসূত্র দেখা যায় না। কিন্তু আমেরিকায় বিভিন্ন বিদ্যালয় ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বিশ্ব-শিক্ষাব্যবস্থা বিশেষভাবেই রবীন্দ্র চিন্তাধারার সাথে সঙ্গতি রেখেই নিজেদের পাঠ্যক্রম ও অন্যান্য বিষয়গুলিকে সাজিয়েছে। এদের মূল লক্ষ্য হল বিশ্ব-নাগরিক হিসাবে মানুষকে গড়ে তোলা, যাতে মানুষ নিজের এবং অপরাপর মানুষের প্রতি সমস্যাগুলিকে নিজেদের সমস্যা হিসাবে নিয়ে সমাধান করতে পারে। সুতরাং, পাশ্চত্য দেশগুলি যখন রবীন্দ্র চিন্তাধারাগুলিকে পাথেয় করে নিজেদের শিক্ষাব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত করে তুলছে এবং সফলও হয়েছে, তাই আমাদেরও উচিত রবীন্দ্রচিন্তাধারার সাথে সংগতি রেখে আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে সংস্কার সাধন করা, যাতে প্রত্যেকটি মানুষ বিশ্ব-নাগরিক হিসাবে গড়ে উঠে এই বিশ্বায়িত সমাজে নিজেদের কর্তব্য ও অধিকারবোধ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠে। আর এ ব্যাপারে রবীন্দ্র-শিক্ষাদর্শন বিশেষভাবে উপযোগী, কারণ তা ভারতের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধকে পাথেয় করেই তৈরী হয়েছিল।

গ্রন্থপঞ্জী:

1) ভট্টাচার্য, ভুজঙ্গভূষণ (১৩৭০) “রবীন্দ্র শিক্ষা-দর্শন”, বিদ্যালয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৯।
2) মাসুদরানা (৫ই মার্চ, ২০১৬) “আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ও রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনা”, নতুন সময়।
3) রায়, সুশীল(২০১০) “শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শন”, সোমা বুক এজেন্সি, কলকাতা-০৯।
4) সেন, শ্রীকুমার(২০১০) “রবীন্দ্র শিক্ষা-চিন্তা”, ইষ্টার্ন পাবলিশার্স, কলকাতা-০৯।
5) সৈকত হক ফজলুল (২৮শে মার্চ,২০১৪) “রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনা”,যুগান্তর।
6) www.the importance of global eduction.com.